ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৯৯৫
আগরতলা, ৮ মার্চ,২০২০

স্বেচ্ছা রক্তদান ত্রিপুরায় সামাজিক প্রথার রূপ নিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রক্তদান মহৎ দান। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্বেচ্ছা রক্তদানে অনেকে এগিয়ে আসছেন। স্বেচ্ছা রক্তদান আজ ত্রিপুরায় সামাজিক প্রথার রূপ নিয়েছে। আজ সকালে আগরতলার জগহরিমুড়ায় মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সারা বিশ্বে এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। মূলতঃ নারীদের স্বশক্তিকরণের জন্যই এই দিনটি পালন করা হয়। তিনি বলেন, রাজন্য আমল থেকেই ত্রিপুরায় নারী কল্যাণের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মহারাণী তুলসীবতী দেবী ও মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী প্রমুখ। আজকের দিনে জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার, গোলকিপার লক্ষ্মীতা রিয়াং, খুদে দাবারু অর্শিয়া দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা খেলাধূলায় রাজ্যের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে মহিলা নির্যাতন রোধে জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মহিলা নির্যাতন রোধে ও মহিলাদের সচেতন করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করছে। রাজ্যে মহিলাদের সচেতন করতে সাধারণ প্রশাসন, আরক্ষা প্রশাসন ও বিচার বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিহাস বলে, নারী নির্যাতন মুক্ত সমাজই শ্রেষ্ঠ সমাজ উপহার দিতে পারে। সমাজ দায়বদ্ধ হলে নারী নির্যাতন হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে গৃহকর্তাকে সংযমী হতে হবে। কোন এলাকায় মহিলা নির্যাতন হলে তা চিহ্নিত করতে হবে। যে কোন এলাকায় মহিলা নির্যাতন হলে প্রথম দিনই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড, পঞ্চায়েত, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে প্রতিবাদী হতে হবে। তবেই ধীরে ধীরে রাজ্যে মহিলা নির্যাতন শূণ্যের কোটায় নেমে আসবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে মহিলা নির্যাতন আগের চাইতে হ্রাস পেয়েছে। জাতীয়স্তরের থেকে মহিলা নির্যাতন ত্রিপুরায় ১৫ শতাংশ কম রয়েছে। একে আরও কমানোর জন্য রাজ্যের ৮ জেলায় ৮টি ওয়ান ষ্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে যেকোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে তারা ওয়ান ষ্টপ সেন্টারে গিয়ে সহায়তা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলা জাগরণে দক্ষিণ ও গোমতী জেলায় ৫০০ জন মহিলাকে কাজে লাগানো হয়েছে। সরকার তাদের প্রত্যেককে প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা করে দেবে। ধলাই জেলায় অপুষ্টি, অশিক্ষা ও কুসংস্কার প্রতিরোধে ১,২০০ ছাত্রীকে কাজে লাগানো হয়েছে। এছাড়া রাজ্য সরকার আরক্ষা প্রশাসনে মহিলাদের নিয়োগের জন্য ১০ শতাংশ পদ সংরক্ষিত রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকে বদলে দিতে, নারীদের সচেতন করতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন আজকের সমাজের জনপ্রতিনিধি, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সমাজসেবক, লেখক ও সাহিত্যিকদের সেই ভূমিকা নিতে হবে। তবেই আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবস সার্থক হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আগরতলা পুর নিগমের কাউন্সিলার মায়ারাণী সাহা, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, সমাজসেবী দীপক কর, মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের সভাপতি তাপস চক্রবর্তী ও সম্পাদক দীপক কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধণা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া এই ক্লাবের তরফে রামঠাকুর সংঘ, বিবেকানন্দ সংঘ, উদীয়মান সংঘ, সরোজ সংঘ ও একতা ক্লাবের মধ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ক্লাব প্রতিনিধিদের হাতে এই ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ সংগীত পরিবেশন করেন। স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে মোট ২৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

******